দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

নোট বই সমাচার

নোট বই যে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বা মাথা খাটাইবার ক্ষমতা নষ্ট করিয়া দেয় সে ব্যাপারে কোন বিবেকবান মানুষের মনে সংশয় থাকিবার কথা নয়। আর তাই নোট বই বিরোধী একটি অনুভূতি সর্বদাই অভিভাবক ও বিদ্যোৎসাহী মহলের মধ্যে ক্রিয়াশীল। নোট বই লইয়া কম-বেশী বিতর্ক অতীতে হইয়াছে, পত্রিকায় বিস্তর লেখালেখি হইয়াছে। যাহারা বিতর্কে অংশ নিয়াছেন তাহাদের প্রায় সকলে নীতিগতভাবে নোট বই-এর বিরুদ্ধেই নিয়াছেন নিজেদের অবস্থান। নোট বই যে মেধা বিকাশের অন্তরায় এ ব্যাপারে তাহারা কখনই সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। সংখ্যায় অত্যল্প হইলে কেহ কেহ যে স্কুলগুলিতে মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবের দোহাই দিয়া নোট বই-এর পক্ষে যুক্তি দেন নাই তাহা নহে। তবে তাহাদের সেই যুক্তি ধোপে টিকে নাই। বিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মধ্যে শ্রেণীকক্ষে উন্নত পাঠদানের পরিবর্তে প্রাইভেট টিউশনি করিবার প্রবণতা যে একটা বড় সমস্যা তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান নোট বই-এর মাধ্যমে করার যুক্তি যে কুযুক্তি তাহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বহু পূর্বেই। তাই সরকার নোট বই প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত নিষেধাজ্ঞা অতীতেও আমরা সর্বত্র পালিত হইতে দেখি নাই, এখনও দেখিতেছি না। নোট বই দেদারছে সর্বত্র বিক্রয় হইতেছে। আজকাল অবশ্য নোট বই-না বলিয়া এগুলিকে 'গাইড' বলার প্রবণতা বাড়িয়াছে। এইসব বই-এর মান খারাপ, ভুলে ভরা। এই বইগুলি যথারীতি ছাত্র-ছাত্রীদের টেক্সট বই পড়িতে অনুৎসাহিত করিতেছে, নিয়মিত স্কুলে ক্লাশ না করিতেও এই বইগুলি শিক্ষার্থীদের করিতেছে উদ্বুদ্ধ। আমরা বুঝিয়া পাই না, নিষিদ্ধ নোট বই প্রকাশকরা ছাপানোর এবং প্রকাশ্যে বিক্রি করার সাহস পায় কী করিয়া! এমন নহে যে, নোট বই গোপনে বিক্রয় হয়।

গত শুক্রবার ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় প্রকাশিত হইয়াছে 'নিষিদ্ধ নোট বই প্রকাশ্যেই বিক্রি হচ্ছে' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন। আমাদের প্রতিবেদক লিখিয়াছেন ঃ 'নোট বই নিষিদ্ধ। অথচ দেশের সর্বত্র খোলাবাজারে প্রকাশ্যে নোট বই বিক্রি হচ্ছে। কোথাও কোথাও পাঠ্য বইয়ের সংকট সৃষ্টি করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নোট বই কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। ঢাকাসহ দেশের অনেক স্থানে বইয়ের লাইব্রেরীতে সরাসরি বলা হচ্ছে, নোট ছাড়া মূল বই পাওয়া যাবে না।' অর্থাৎ নোট বই কিনিতে আগ্রহী না হইলেও ছাত্র-ছাত্রীদের নোট বই কিনিতে হইবে। তাহারা রীতিমতো ব্লাকমেইলিং-এর শিকার। আমাদের রিপোর্টার আরো লিখিয়াছেনঃ 'স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের নোট বই সরকারীভাবে নিষিদ্ধ। অথচ প্রথম শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি পাঠ্য বইয়ের একাধিক নোট বই বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। মাধ্যমিক শাখার ৬৩টি পাঠ্য বইয়ের ক্ষেত্রে প্রতিটির জন্য একাধিক লেখকের নোট বই বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।' বাজারে পাওয়া গেলে স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র-ছাত্রীদের একটা অংশ নোট বই আগ্রহ নিয়াই কিনিবে। আর যাহারা আগ্রহী নয় তাহাদের ব্লাকমেইল করিয়া নোটবই কিনিতে বাধ্য করা হইবে। বেশ ভাল (!) কায়দাই রপ্ত করিয়াছেন নোট বই প্রকাশক ও বিক্রেতারা। ইহাতে তাহারা হয়ত বা দু'পয়সা অতিরিক্ত আয় করিয়া লইতেছেন, কিন্তু এইসব 'ভুলে ভরা, অসম্পূর্ণ তথ্য-সম্বলিত' নোট বই পড়িয়া ছাত্র-ছাত্রীদের যে মেধার বারটা বাজিতেছে ও বাজিবে তাহার কী হইবে? আলোচ্য রিপোর্টে বলা হইয়াছে ঃ 'সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দেখেও না দেখার ভান করে।' না দেখার ভান করিয়া কি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এ ব্যাপারে তাহাদের দায়িত্ব এড়াইতে পারিবেন?

নোট বই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে সবদিক বিচার বিবেচনা করিয়াই। ইহা করা হইয়াছে যেমন পাঠ্য বইবিমুখ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বইমুখী করার জন্য, তেমনি করা হইয়াছে পাঠ্যবইমুখী শিক্ষার্থীরা যাহাতে এইসব বই-এর হাতছানিতে বিভ্রান্ত হইতে না পারে তাহা নিশ্চিত করিতেও। এই নিষেধাজ্ঞা কেন বাস্তবে কার্যকর করা হইতেছে না? কেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে উক্ত নিষেধাজ্ঞা লংঘনের ঘটনা একের পর এক ঘটিতে দেখিয়াও হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন? ইহার কারণ যাহাই হউক, দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য যে নহে তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবার কথা নহে। আমরা মনে করি বাজারে অবাধে নোটবই বিক্রয় হইতে দেওয়ার পেছনে কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি থাকিতে পারে না। আর পাঠ্যবই-এর কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করিয়া বা 'নোট বই না নিলে পাঠ্য বই বিক্রয় করা হইবে না' বলিয়া নোট বই বিক্রি করা তো দ্বিগুণ অপরাধ। এ অনাচার দ্রুত বন্ধ হওয়া দরকার। আমরা গোটা বিষয়টার প্রতি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।